(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

সমুদ্র সৈকতের পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৩ দফা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে বাপা কক্সবাজার শাখায় প্রতিবাদ সমাবেশ

১ মার্চ,২০২২ ইং তারিখে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পরিবেশ রক্ষায় ইসিএ আইন ও হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন সেন্টমার্টিন রক্ষায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৩ দফা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে বাপা কক্সবাজার শাখায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি' এই প্রতিপাদ্যে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন(বাপা) হবিগঞ্জ শাখা 'বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, পরিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি' এই প্রতিপাদ্যে ৩ মার্চ ২০২২ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষে এ কর্মসূচি পালন করে। বিকাল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হবিগঞ্জ চারুকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছবি এঁকে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দেশে ক্রমাগত বন্য প্রাণীর আবাসস্থল বিপন্ন হয়ে পড়ছে। একই কারণে বন্য প্রাণীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। দেশের বন্য প্রাণীর আবাস স্থল রক্ষা করা না গেলে জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিশাল সংকট সৃষ্টি হবে। বন্য প্রাণীর সংকট এক সময় মানব সমাজকে সংকটে নিপতিত করবে। প্রকৃতি ও বন্য প্রাণী রক্ষা করতে না পারলে এদেশ বাসযোগ্য থাকবে না। মৌলবীবাজার জেলার বন্য প্রাণী সমৃদ্ধ লাঠিটিলায় সাফারি পার্ক সম্পর্কে বক্তারা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, সেই পার্ক বানানোর পেছনের যুক্তি কী? যুক্তি দেখানো হচ্ছে বন্য প্রাণীকে সুরক্ষা পাবে। কিভাবে বন সুরক্ষা পাবে? বাংলাদেশে মহাবিপন্ন, বিপন্ন ও সংকটাপন্ন প্রাণীর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। এই জন্য দায়ী কিছু সংখ্যক মানুষ। দায়ী মানুষগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। বন, বন্য প্রাণী ও জীব-বৈচিত্রের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্বশীল মানুষের সংখ্যা বাড়লে বিপন্ন বন্য প্রানী রক্ষা পাবে। তাই এখনই জরুরী ভিত্তিতে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় সকলকে সোচ্চার হতে হবে।

কর্মসূচির উদ্বোধনী পর্বে বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে দিবসের পটভূমি তুলে ধরেন বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সদস্য ড. জহিরুল হক শাকিল।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাপা হবিগঞ্জের সহ-সভাপতি তাহমিনা বেগম গিনি, যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকী হারুন প্রভাষক শামীমা আক্তার, সদস্য আসমা খানম হ্যাপি, আফরোজা সিদ্দিকা, সোহানা বেগম রুজী হবিগঞ্জ চারুকলা একাডেমির অধ্যক্ষ আশীষ আচার্য্য, তারুণ্য সোসাইটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রমূখ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

৩মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষ্যে বাপা মোংলা শাখায় "সুন্দরবনসহ সকল বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণী রক্ষার" দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

৩মার্চ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উপলক্ষ্যে বাপা সিলেট শাখায় “ বন্যপ্রানীর আবাস লাঠিটিলায় সাফারিপার্ক নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়

বানিশান্তা ইউনিয়নের তিনশো একর তিন ফসলী কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে জনসভা

বাপা মোংলা শাখায় বানিশান্তা ইউনিয়নের তিনশ একর তিন ফসলী কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে এক বিরাট জনসভা ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাপা মোংলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, নূর আলম শেখসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থারীয় জনগন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস-২০২২ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস (International Day of Action for Rivers)-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে এবং আলুবাজার বন্ধু সংঘ, ক্লিন রিভার বাংলাদেশ, ক্যাপস, গ্রীন ভয়েস, জাতীয় নদী জোট, জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন, ঢাকা যুব ফাউন্ডেশন, নদী অধিকার মঞ্চ, নদী পক্ষ, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, নিরাপদ চিকিৎসা চাই, পুরান ঢাকা নাগরিক উদ্যোগ, পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ, সুবন্ধন, বাংলাদেশ সাইকেল লেন বাস্তবায়ন পরিষদ, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন, বছিলা উচ্চ বিদ্যালয়, বনলতা নারী উন্নয়ন সংস্থা, বুড়িগঙ্গা রিভারকিপার, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল, বারোগ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রিভার এন্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার, রিভার এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ, শীতলক্ষ্যা বাঁচাও আন্দোলন, শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থা, সেভ দ্যা রিভারস, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বাংলাদেশ, সচেতন নাগরিক সমাজ সংগঠন, সচেতন নগরবাসী, তুরাগ নদী সুরক্ষা কমিটিসহ প্রায় ৩০টি নদী ও পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের অংশগ্রহণে, ১৪ই মার্চ, ২০২২ সকাল ১১.০০টায় বুড়িগঙ্গা ব্রিজ এর নিচে (বছিলা পুরাতন বিদ্যালয় মাঠে) **"নদীকে নদীর মত রাখার দাবিতে" প্রতীকী কাগজের নৌকা ও কলার ভেলা ভাসানো** কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল-এর সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান **ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার**। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত থেকে সংহতি জানান বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন এর সমন্বয়ক মিহির বিশ্বাস, গ্রীন ভয়েসের মূখ্য সমন্বয়ক আলমগীর কবির, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান ইবনুল সাঈদ রানা, ক্লিন রিভার বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী সোহাগ মহাজন, নদী অধিকার মঞ্চ-এর নির্বাহী সদস্য আনোয়ার হোসেন, বারোগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসাইন, বছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, নিরাপদ চিকিৎসা চাই-এর মহাসিচব উম্মে সালমা, শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থার সহ-সম্পাদক সেলিম হোসেন এবং বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দলের কোষাধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন আহমেদসহ অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার **প্রতীকী কাগজের নৌকা ও কলার ভেলা ভাসানো** কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. হাওলাদার বলেন মহান সৃষ্টিকর্তা নদী সৃষ্টি করেছেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। দেশের পঁয়ত্রিশ হাজার কি.মি নদী পথের এখন মাত্র আঠা'শ কি.মি অবশিষ্ট রয়েছে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এই অবশিষ্ট পথও বিলীন হয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন দেশে নদী রক্ষার অনেক আইন আছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ঘাটতি রয়েছে। নদী কমিশনকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। দেশের নদী উন্নয়নের প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না সেই জন্য সরকারের পাশাপাশি বাপাসহ দেশের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে কাজ করতে হবে। আমরা শিল্পায়ন চাই কিন্তু শিল্পায়ন করতে গিয়ে দেশের নদ-নদী ও পরিবেশকে ধ্বংস করা হবে এ ধরনের শিল্পায়ন কখনই চাই না। গুটি কয়েক লোকের স্বার্থে দেশের নদী ও পরিবেশ আজ ধ্বংসের দারপ্রান্তে। এই ধরণের জঘন্য কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তাদেরকে ক্রিমিনাল এ্যাক্টের আওতায় এনে শাস্তির বিধান চালুর দাবী করেন তিনি। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অসমাপ্ত উচ্ছেদ কর্মকান্ড আবার চালু, পানি আইন দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরসমূহে সৎ ও যোগ্য জনবল নিয়োগ দিয়ে নির্বিঘ্নে কাজের পরিবেশ সৃষ্টির দাবী জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে **শরীফ জামিল** বলেন, "জীববৈচিত্র্যের জন্য নদী" দিবসের আজকের প্রতিপাদ্য কিন্তু ঢাকার চারপাশের নদীর ক্ষেত্রে সেকথাটি আজ অর্থহীন। নদীমাতৃক এই দেশের নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন দেশের টিকে থাকা ও অগ্রগতির প্রধানতম পূর্বশর্ত। আজ একটি ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদী হিসেবে আমাদের একেকটি নদীর সাথে সম্পৃক্ত ছোট নদী, খাল, প্লাবন অঞ্চল ও অন্যান্য জলাশয়সমূহ সম্পূর্ণরুপে বিলীন হতে চলেছে। সঠিকভাবে নদীর সীমানা চিহ্নিত না করে ওয়াকওয়ে নির্মান করার মাধ্যমে দখলদারদের বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদী ও নদীসমূহের সাথে সম্পৃক্ত খাল, প্লাবন অঞ্চল ও জলাশয় সমূহ বেপরোয়াভাবে ভরাট করে আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। পানিতে শীতকালে কোন দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকেনা, তাই কোন প্রাণের অস্তিত্বও থাকেনা। তিনি নদী রক্ষায় আইনসম্মত, সমন্বিত ও স্বচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান।

মিহির বিশ্বাস সংহতি বক্তব্যে বলেন, যারা নদীগুলোকে দখল ও দূষণের মাধ্যমে গ্রাস করছে তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। আগে নদী তার পরে নগরায়ন। তিনি বলেন নদীকে মেরে নগরায়ন চাইনা।

আলমগীর কবির নদীগুলোকে দখল ও দূষণমুক্ত করে প্রবাহমান করার জোর দাবী জানান। ইবনুল সাঈদ রানা জানান ঢাকার চারটি নদী কেন আজ ওয়েষ্ট ডিস্পোজালে পরিণত হয়েছে । এর পেছনে কারা দায়ী তাদের বিচারের দাবী জানান। আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশের নদী ও পরিবেশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশের স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে এ সমস্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার আহবান জানান।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আঞ্চলিক শাখায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস ২০২২ উদযাপন ময়মনসিংহ ভালুকায় খীরু নদী রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

বগুড়ায় করোতোয়া নদী দখল ও দূষণ মুক্ত করার দাবিতে প্রচারাভিযান কর্মসূচি

নওগাঁতে ছোট যমুনা নদী রক্ষার দাবিতে আলোচনা সভা

জয়পুরহাটে নদী পদযাত্রা, পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা ও প্রতিকি পরিচ্ছন্নতা অভিযান

রাজশাহীতে নদীর পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি,কৃষি, কৃষক ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) রাজশাহী কমিটির উদ্যোগে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস-২০২২ পালিত হয়। বক্তারা বলেন উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় মাটির নিচের পানি শূন্য হয়ে পড়েছে এখনই সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি জানান না হলে কৃষি, কৃষক ও পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে না।

টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা টাঙ্গাইল শাখার উদ্যোগে ১৪ই মার্চ,২০২২ টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও লৌহজং নদী পরিদর্শন কর্মসূচী পালিত হয়। বাপা টাঙ্গাইল কমিটির সহ আহ্বায়ক ডাঃ কায়েম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সেবক টাঙ্গাইল এর নির্বাহী পরিচালক নাজমুজ সালেহীন, বেলার বিভাগীয় প্রধান গৌতম চন্দ চন্দ্র, লৌহজং নদী সুরক্ষা কমিটির সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আবদুর রহমান, ছায়াবীথির উপদেষ্টা মোঃ আজহারুল ইসলাম খান, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর জনসংযোগ বিভাগের উপ পরিচালক মোঃ শামসুল আলম, উবিনীগ এর সমন্বক রবিউল ইসলাম, বাপার সদস্য মোঃ এরফানুজ্জামান রুনা, সবুজ পৃথিবীর পরিচালক সারমিন আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা টাঙ্গাইল শাখার সদস্য সচিব সহিদ মাহমুদ।

নড়াইল শাখায় মানববন্ধন

চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা

চাটমোহর পাবনা শাখায় রাজশাহীর চারঘাট স্লুইচগেটসহ সকল বাধ অপসারণ করা, দখল, দূষণ বন্ধ করা, বড়াল নদী চালু কর দাবিতে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশাল শাখায় দেশের সকল নদীর সীমানা নির্ধারণ ও দখলমুক্ত করার দাবিতে সমাবেশ ও মানববন্ধন

বাপা সিলেট শাখায় আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস উদযাপন উলক্ষ্যে গনশুনানি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়

নীলফামারী জেলা শাখায় তিস্তা নদী ও নদী পাড়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের দাবিতে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালন

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস ২০২২ উপলক্ষে তিস্তা নদী ও নদী পাড়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের দাবিতে- উত্তর খরিবাড়ী (ছাত্তার কোম্পানির বাজারে) এক মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। উক্ত মানব বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন জনাব, মোঃ রেজাউল করিম রানা (অর্থ সম্পাদক, তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি, নীলফামারী জেলা শাখা)। তিনি বলেন, তিস্তা হলো মায়ের মত তিস্তা বাঁচলে উত্তর বঙ্গের মানুষ বাঁচবে। তিস্তা নদীর সংস্কার হলো মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘঠবে বলে তিনি মনে করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (সহঃ শিক্ষক) তিনি বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে তিস্তা নদী সংস্কার না করায় তিস্তা নদী আজ মৃত্যুর পথে। তিনি আরো বলেন তিস্তা পাড়ের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে যথাযথ সমীক্ষা জরিপ করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং তিস্তা পাড়ের মানুষের অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই তিস্তা নদী ও নদী পাড়ের মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন।

লালমনিরহাট জেলা শাখায় তিস্তা নদী ও নদী পাড়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের দাবিতে আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি লালমনিরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে ,তিস্তা নদী ও নদী পাড়েরর মানুষের জীবন মান উন্নয়নের দাবিতে লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন পালিত হয়। মানববন্ধনে স্থানীয় নদী ও পরিবেশ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ।

পশুর নদী রক্ষা করঃ সুন্দরবন রক্ষা কর এই দাবিতে মোংলা শাখায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালিত হয়

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও তিস্তা নদী রক্ষা কমিটি লালমনিরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে ,তিস্তা নদী ও নদী পাড়েরর মানুষের জীবন মান উন্নয়নের দাবিতে লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন পালিত হয়। মানববন্ধনে স্থানীয় নদী ও পরিবেশ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ।

কোহেলীয়া নদী রক্ষার দাবিতে
মহেশখালী শাখায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালিত হয়

বাঁখালী নদী রক্ষার দাবিতে
কক্সবাজার শাখায় আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস পালিত হয়

বাচাঁও নদী, রক্ষা করো প্রকৃতি- এ দাবিতে বাপা কুমিল্লা আঞ্চলিক শাখায় আন্তর্জাতিক নদী কৃত্য দিবস পালন

২১ মার্চ বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনসহ দেশের সকল বনাঞ্চল রক্ষার দাবিতে মোংলাতে মানববন্ধন

আমরা সবত্র সবত্র পানযোগ্য, মাছের বসবাসযোগ্য এবং সাঁতারের উপযোগী পানি চাই দাবিতে বাপা মোংলা শাখায় ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয়

সিলেট বিভাগে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের প্রতিবাদে বাপা হবিগঞ্জ শাখায় বিশ্ব পানি দিবস পালন

বাপাসহ ছয়টি পরিবেশবাদী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে বাপা হবিগঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক মো. ইকরামুল ওয়াদুদ এর সভাপতিত্বে ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে হবিগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক নাগরিক শুনানি ৺অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট জুরি বোর্ড অভিযোগকারীদের বক্তব্য শোনেন। জুরি বোর্ডের প্রধান ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, সদস্য ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুদীপ্ত অর্জুন, প্রবীণ সাংবাদিক অ্যাডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল, লেখক তাহমিনা বেগম গিনি ও প্রবাসী কমিউনিটি নেতা অ্যাডভোকেট রাফি চৌধুরী।

প্রতীকী এই কর্মসূচিতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার আব্দুল করিম কিম, প্রশাসনের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট তাহমিনা খান এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মিনহাজ উদ্দিন শুভন। অভিযোগগুলোর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছামির মাহমুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সোয়েব চৌধুরী , অ্যাডভোকেট বিজন বিহারী দাস, লেখক ও গবেষক সিদ্দিকী হারুন প্রমুখ। শুনানিতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন নদী থেকে অপরিকল্পিত ও অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ তুলে ধরেন ভুক্তভোগী মানুষেরা। তারা জেলা প্রশাসনের কাছে এসব সমস্যার প্রতিকার চেয়েছেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপা হবিগঞ্জ এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল।

নাগরিক শুনানিতে বলা হয়, সুরমা, কুশিয়ারা, খোয়াই, মনু, যাদুকাটা, সারি, গোয়াইন, পিয়াইন, ধলা, লোভা, ধলাই, লাঘাটা, করাঙ্গি, চেঙেরখাল, কালনি, রত্না, নলজুর, চেলা, চলতি, ধোপাজান নদীসহ বিভিন্ন পাহাড়ি ছড়া থেকে অবৈধ্যভাবে নির্বিচারে বালি উত্তোলন চলছে। যা বন্ধে প্রশাসনের নির্লিপ্ততা রয়েছে। অবাদে বালি উত্তোলনের কারণে নদীগুলোর তীর ভেঙে সাধারণ মানুষকে সর্বশান্ত করছে। নদী থেকে বালি উত্তোলনের জন্য সরকার নির্ধারিত বালি মহাল ইজারা প্রদান করে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ ইজারা নেয় এক জায়গার আর বালি উত্তোলন করে অন্য জায়গায়। ইচ্ছে মতো ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বালি উত্তোলন করতে থাকে। যা নদীর ক্ষতিতো করেই, পাশাপাশি নদী তীরবর্তী মানুষকে সর্বশান্ত করে দেয়।

নাগরিক শুনানি শেষে আট দফা পর্যবেক্ষণসহ রায় ঘোষণা করেন জুরি বোর্ডের প্রধান শরীফ জামিল। রায়ে বলা হয়, বালু উত্তোলনের জন্য সিলেট অঞ্চলের নদ-নদী ও জলাশয়সহ সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও কৃষি জমি এবং প্রাণ-প্রকৃতি চরম হুমকির সম্মুখীন। এতে সমাজে একটি অবৈধ সুবিধাভোগী শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে। যা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। বালি মহাল ব্যবস্থাপণা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ ও নাগরিক প্রতিনিধির সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। জুরি বোর্ড লক্ষ্য করেন যে, বালি উত্তোলন একটি প্রয়োজনীয় বিষয় তবে তা পরিকল্পিত হওয়া বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বালি মহালের তালিকা যথাযথভাবে প্রনয়ন করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বালু মহালের সীমানায় সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। আদালতের রায় অনুযায়ী জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা ও নদী কমিশন আইনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে উপজেলা-জেলা ও বিভাগীয় কমিটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক গঠন ও কার্যকর করতে হবে। যৌথনদী কমিশনকে দেশের সীমান্তবর্তী নদী সমুহের পানি, পলি, বালু এবং অন্যান্য খনিজ উপাদানের প্রবাহ ও পরিমান সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি ও তা ব্যাবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী ও স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ, প্রনোদনা, শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বালি উত্তোলন, নদী ব্যাবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারী সামাজিক সংগঠন সমুহকে সক্রিয় ও দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাপা বগুড়া শাখায় করতোয়া নদীর দূষণ রোধ ও পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের দাবিতে করতোয়া নদীতে প্রতীকী নৌকা ভাসানো কর্মসূচী পালিত

২২মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাপা বগুড়া শাখার আয়োজনে নাটাইপাড়া জেলখানা ব্রিজ সংলগ্ন করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া ইসলামিক মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভাইবোন মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের সরব অংশগ্রহন ও তাদের হাতে বানানো কাগজের নৌকা করতোয়া নদীতে ভাসানোর মধ্য দিয়ে এক প্রতীকী কর্মসূচী পালিত হয়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাপা বগুড়া শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল করিম দুলাল, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান,বগুড়া কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোঃ আল মামুন সরদার, বগুড়া ইসলামিক মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবিনাস চন্দ্র পাল এবং ভাইবোন মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেহানা খাতুন।

উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহনকারী তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে করতোয়া নদী নিয়ে কথা বলে শিক্ষার্থী আরাস হাসান। সে বলে, আমরা নদীর স্বচ্ছ পানিতে গোছল ও সাঁতার কাটতে চাই। অপর শিক্ষার্থী মোঃ রকিবুল ইসলাম বলে করতোয়া নদীতে নৌকা চলাচল দেখতে চাই। একইভাবে শিক্ষার্থী ঐশী দাস বলে দাদু-দিদার কাছে করতোয়ার যে গপ্প শুনি তা আবার কবে দেখতে পাবো। প্রতীকী এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন, রোটাঃ মোস্তাফিজার রহমান, সৈয়দ ফজলে রাব্বী ডলার, জাকিয়া সুলতানা, এড. আশরাফুন্নাহার স্বপ্না, অধ্যাপক আবু তাহের, শাহান-ই-জেসমিন ডরোথী, এম ফজলুল হক বাবলু, এ্যাডভোকেট আজাদ তালুকদার, কানিজ রেজা, সৈয়দা তাহমিনা পারভিন শ্যামলী, মোঃ মুদাচ্ছির রহমান, টিএম মামুন, আতিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার বাপা বগুড়া শাখার আয়োজনে করতোয়ায় প্রতীকী নৌকা ভাসানো কর্মসূচী পালিত হয়।

বাপা বরিশাল শাখায় ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয়

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON
(BAPA)

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ মার্চ ২০২২

তাড়াসে অপরিকল্পিত পুকুর খনন, খাল ভরাট ও জলাবদ্ধতাসহ চলনবিলের নানাবিধ সমস্য বিষয়ে ২৯ মার্চ পাবনার তাড়াস উপজেলায় এক মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

আত্রাই, নন্দকুজা, গুমানী নদী সহ চলনবিলের সংকট বিষয়ে করনীয়- শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

৩১ মার্চ নাটোর জেলায় গুরুদাসপুর উপজেলার নন্দকুজা নদীর পাড়ে বাপা ও চলনবিল রক্ষা আন্দোলন, গুরুদাসপুর উপজেলা কমিটির উদ্যোগে " আত্রাই, নন্দকুজা, গুমানী নদী সহ চলনবিলের সংকট বিষয়ে করনীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চলনবিল রক্ষা আন্দোলন, গুরুদাসপুর উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ মজিবর রহমান (মজনু), প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুরুদাসপুর পৌরসভার মেয়র, মোঃ শাহনেওয়াজ মোল্লা, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার হোসেন। প্রধান আলোচক হিসাবে ছিলেন চলনবিল রক্ষা আন্দোলনের সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd